বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

www.bhtpa.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২

১.১ পরিচিতি

দেশে হাই-টেক শিল্প তথা তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের মাধ্যমে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন-২০১০' এর আওতায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/ আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে দেশের বিপুল যুবশক্তির কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা ও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশাসনিক কাঠামো অনুযায়ী বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম তদারকি ও দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে নির্বাহী কমিটি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বোর্ড অব গভর্নরস (বিওজি) রয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সারাদেশে ৩৯টি হাই-টেক পার্ক (এইচটিপি)/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক(এসটিপি)/আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার নির্মান করছে। ইতোমধ্যে ৫ (পাঁচ) টি পার্কের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম চলছে এছাড়াও আরো তিনটি পার্ক নির্মাণ শেষে উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে । বাকী পার্কগুলোর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

প্রশাসনিক বিভাগ	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
মন্ত্রণালয়	:	ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
প্রতিষ্ঠার তারিখ	:	২৮ জুন, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ
প্রধান কার্যালয়	:	আইসিটি টাওয়ার (লেভেল-৯) আগারগাঁও, ঢাকা।

১.২ রূপকল্প (Vision):

বাংলাদেশে আইটি/হাই-টেক শিল্পের টেকসই উন্নয়ন ও বিকাশ।

১.৩ অভিলক্ষ্য (Mission):

তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পের জন্য আন্তর্জাতিক মানের অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিনিয়োগের অনুকূল ও টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন করে হাই-টেক শিল্পের ইকোসিস্টেম তৈরি।

১.৪ বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যাবলি

হাই-টেক সেক্টরে বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত বিনিয়োগ অবকাঠামো এবং দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের মূল দায়িত্ব। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী নিম্নরূপ:

- বাংলাদেশে হাই-টেক পার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন;
- বাংলাদেশে হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পার্কের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা;
- হাই-টেক পার্কে বিশ্বমানের বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণ;
- হাই-টেক পার্কে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ;
- হাই-টেক/আইটি খাতের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- বেসরকারি পর্যায়ে হাই-টেক পার্ক/ সফটওয়ার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন উৎসাহিতকরণ;
- হাই-টেক শিল্পের জন্য বিনিয়োগ বান্ধব পলিসি, গাইডলাইনস ও আইন প্রণয়ন;

- হাই-টেক/আইটি শিল্প নির্ভর স্টার্ট আপদের ইনকিউবেশন সুবিধা প্রদানসহ দেশে উদ্ভাবনী সংস্কৃতি গড়ে তোলা;

১.৫ প্রশাসনিক কাঠামো

(ক) জনবল

প্রশাসনিক কাঠামোতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক (২ জন), উপ-পরিচালক (৪ জন) সহ মোট অনুমোদিত জনবল ৭৬ জন। বর্তমানে কর্মরত আছেন ৭৪ জন, যাদের মধ্যে ১-১০ গ্রেডভুক্ত ২৪ জন ও ১১-২০ গ্রেডভুক্ত ৫০ জন। শূন্য পদের সংখ্যা ০২টি, যার মধ্যে ১-১০ গ্রেডের ০১ জন ও ১১-২০ গ্রেডের ০১ জন।

অনুমোদিত জনবল				বিদ্যমান জনবল				শূন্য পদের বিবরণ				সর্বমোট জনবল		
১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
২০	**০৫**	**২৫**	**২৬**	**১৯**	**০৫**	**২৪**	**২৬**	**০১**	**-**	**০১**	**-**	**৭৬**	**৭৪**	**০২**

(খ) বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের অর্গানোগ্রাম

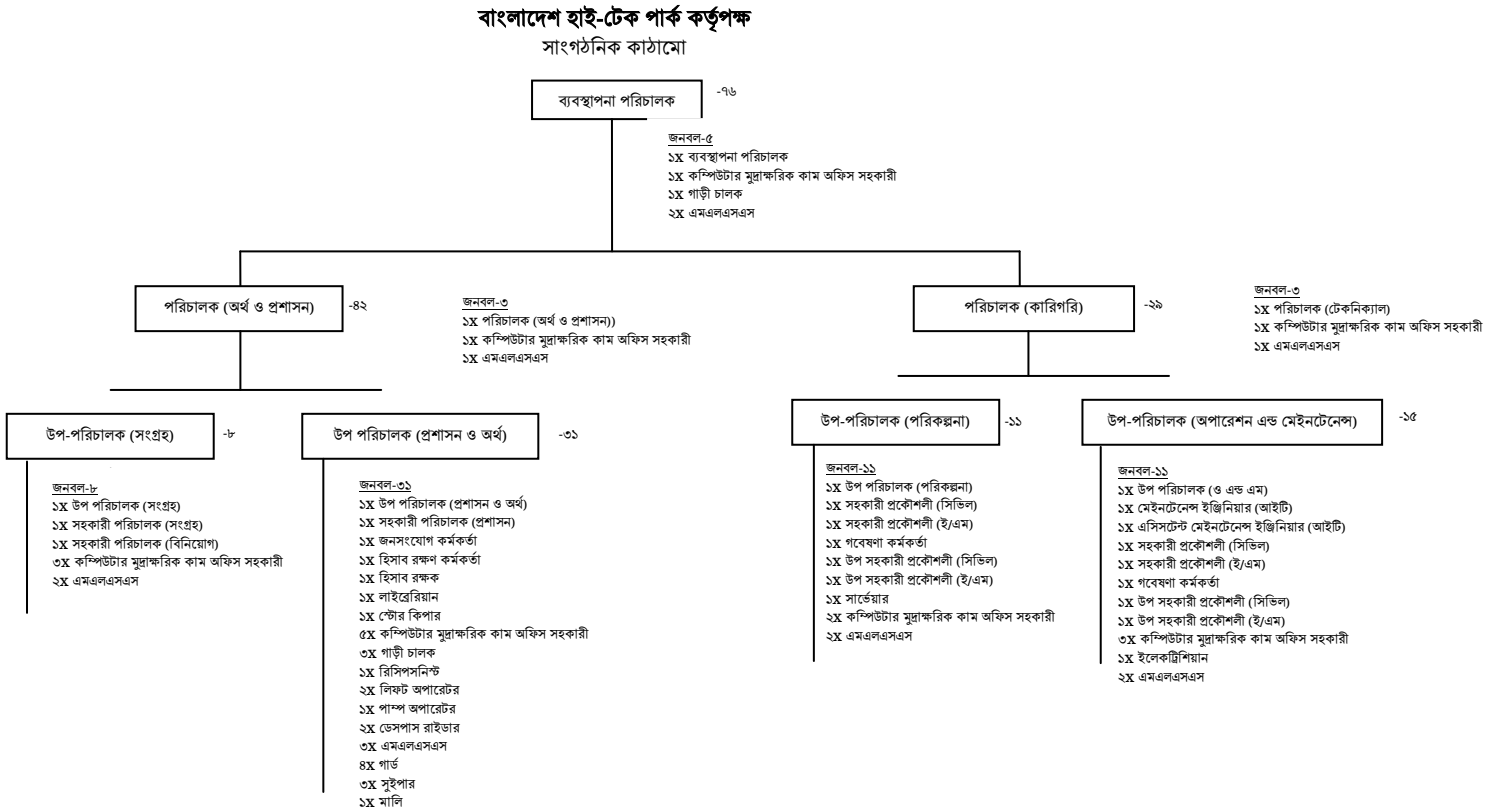

১.৬ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন):

বিবরণ	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ব্যয় (কোটি টাকায়)	ব্যয়ের হার
অনুন্নয়ন	২৮.৩৮	২৭.৭৮	৯৭.৮২%
উন্নয়ন	৪৮১.৮৯	৪৮২.৯০	১০০.২১%

১.৭ বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা ও গাইডলাইন

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত আইন, বিধিমালা ও গাইডলাইন প্রণীত হয়েছে:

ক। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (সংশোধিত -২০১৪)
খ। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১১
গ। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০১৫
ঘ। বেসরকারি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ঘোষণা সম্পর্কিত গাইডলাইন, ২০১৫
ঙ। ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮
চ। ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১৯

১.৮ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য ২০১৪-১৫ অর্থ-বছর হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বছরভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়েছে। পাঁচটি ঐচ্ছিক কৌশলগত উদ্দেশ্য (হাই-টেক শিল্পের প্রমোশন, অবকাঠামো তৈরি, মানবসম্পদ তৈরি, ওয়ান স্টপ সার্ভিস ও হাই-টেক শিল্পের গবেষনা) এবং পাঁচটি আব্যশিক কৌশলগত (যথা: শুদ্ধাচার, ই-গভর্ন্যান্স, অভিযোগ প্রতিকার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন) উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মধ্যে প্রতিবছর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির আওতায় তিনটি কৌশল গত উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গৃহীত হয়। এছাড়াও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা হয়। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন হার ১০০%।

১.৯ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উল্লেখযোগ্য ২০২১-২২ অর্থবছরের অর্জন

- আইটি/হাই-টেক পার্ক/ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টারের কার্যক্রম চালুকরণ ০৩ টি;
- আইটি/হাই-টেক পার্ক/ ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টারে স্পেস/ ফ্লোর নির্মাণ ১,২৩,০৫৩ বর্গফুট;
- আইটি বিষয়ে ৫,১৯৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের সেবা প্রদান ০৫ টি;
- বিভিন্ন হাই-টেক/ সফটওয়ার টেকনোলজি পার্ক/ইনকিউবেশন সেন্টারে মোট ৪০টি স্টার্টআপা কোম্পানীকে স্পেস/ফ্লোর বরাদ্দ প্রদান;
- রিসার্চ অন ট্রেন্ডিং ইন্ডাস্ট্রি এন্ড ডিমান্ড এ্যানালাইসিস ফর ডাই-টেক জোন ০১ টি।

১.১০ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০২১-২২ অর্থবছরের অর্জন

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর প্রায় সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নৈতিকতা কমিটির সভা এবং অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা আয়োজন করা হয়েছে এবং সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ওয়ানস্টপ সার্ভিস ফি পরিপত্র, ডে-কেয়ার ম্যানুয়াল এবং ইনকিউবেশন সেন্টার পরিচালনা ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। উত্তম চর্চার তালিকা যথাসময়ে প্রণয়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের ফোকাল কর্মকর্তা নির্ধারণপূর্বক তালিকা ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, ই-ফাইলিং পদ্ধতি প্রবর্তন ও চর্চা, অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ, সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য পরিচ্ছন্ন টয়লেটসহ অপেক্ষাগার (waiting room) চালুকরণ এবং সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের জন্য অভিযোগ/পরামর্শ বক্স চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সকল প্রকল্পের অধিকাংশ ক্রয় প্রক্রিয়া ই-টেন্ডার/ই-জিপি-এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ এর মাধ্যমে নাগরিক সমস্যার সমাধান এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদানসহ বিভিন্ন তথ্য দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন ইভেন্টের প্রেসবিজ্ঞপ্তি আপলোড করা হচ্ছে।

১.১১ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইটি ইন্ডাস্ট্রির জনবলের চাহিদার দিক বিবেচনা করে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে ৫৫,০০০ (পঞ্চান্নো হাজার) এবং ২০৩১ সালের মধ্যে ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করেছে। ২০৪১ সালের মধ্যে ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। ইতোমধ্যে (জুন, ২০২২ সাল পর্যন্ত) ২৭,৮৫৩ (সাতাশ হাজার আটশত তিপান্ন)-জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইটি ইন্ডাস্ট্রি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেতু-বন্ধন তৈরি করছে। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরী নিশ্চিত এবং গবেষণার সুযোগ তৈরির জন্য দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এপর্যন্ত মোট ৩৩টি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করেছে। আইটি খাতে মানবসম্পদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে যোগান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ নাটোরে ১টি 'শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার' ও রাজশাহীতে ১টি 'শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেটর এন্ড ট্রেনিং সেন্টার' স্থাপন করেছে। আরো ৩৩টি স্থানে 'শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার' স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। আরো ৩২টি জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার' স্থাপনের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন করা হচ্ছে। নতুন উদ্যোক্তাগণ যাতে নতুন আইডিয়া বিকাশের মাধ্যমে সফল উদ্যোক্তা হয়ে উঠতে পারে সেজন্য চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে *'ইনকিউবেটর'* স্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রকল্প বিশেষ করে সাপোর্ট টু ডেভেলপমেন্ট এবং অন্যান্য হাই-টেক পার্ক উন্নয়ন প্রকল্প ও শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে:

ক্রমিক	ক্যাটাগরি/ ক্ষেত্র	সংখ্যা			উপকারভোগী (Target Group)	মন্তব্য
		নারী	পুরুষ	মোট		
১.	ই-গভর্নেন্স	৪৮	১৫৩	২০১	সরকারি কর্মকর্তা	পিপিপি এবং জোন ম্যানেজমেন্ট এর উপর দেশে ও দেশের বাইরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
২.	আইসিটি শিল্পে উন্নয়নে সহায়তা	১০৮০০	২৫২০০	৩৬০০০	আইটি / আইটিইএস সেক্টরে কর্মরত জনবল, ফ্রেশ গ্রাজুয়েট	আইটি /আইটিইএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ - ২৫জন সিও লেভেল কর্মকর্তাকে হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ে - ৯৮ জনকে ভারতের মহিসুরে অবস্থিত ইনফোসিস ক্যাম্পাসে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। - ১৪৪০ জন ভেন্ডর সার্টিফাইড হয়েছে ।
৪.	নারীদের সক্ষমতা উন্নয়ন	২৩৮০	-	২৩৮০	যুব মহিলারা	Digital Marketing, E-Commerce, Laravel, 3D, etc
৫.	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা উন্নয়ন	৫০	২০	৭০	দৃষ্টি/ বাকপ্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ	

৬.	৪র্থ শিল্পবিপ্লব সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি ও সক্ষমতা	২২৫	৭৫৩	৯৭৮	আইটি / আইটিইএস সেক্টরে কর্মরত জনবল, ফ্রেশ গ্রাজুয়েট	IOT, AI, Python, Big Data with R-certification, ৫০ জনকে জাপানে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং আইওটি এর জন্য ৩০ জনকে ভারতে প্রেরণ করা হয়েছে।
৭.	উদ্যোক্তা উন্নয়ন (Entrepreneurship Development)			১৫১	নতুন উদ্যোক্তা/স্টার্ট-আপ	

১.১২ বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর গুরুত্বপূর্ণ অর্জন (২০২১-২২ অর্থবছরে)

০১। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন এবং উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন হাই-টেক পার্ক এর অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ WITSA GLOBAL ICT EXCELLENCE AWARDS -2019 পুরস্কার অর্জন করে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ২০১৯ সালে ISO-9001:2015 সনদ অর্জন করেছে।

০২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ৯টি হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার -এ ব্যবসায়িক কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে চলমান রয়েছে। দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য ৬৪ জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে। বর্তমানে ৩৩টি জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের জন্য ৩টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। আরো ৩৪টি জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। তদুপরি ভারতীয় ঋণ সহায়তায় ১২টি জেলায় আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম চলমান।

০৩। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বর্তমানে সর্বমোট ১০৯ টি (সরকারি-৯২টি ও বেসরকারি-১৭টি) স্থানে হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে (পরিশিষ্ট-৩)।

০৪। এখন পর্যন্ত হাই-টেক পার্কসমূহে ১৯০টি প্রতিষ্ঠানকে স্পেস ও প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং ১৫১টি স্থানীয় স্টার্টআপ কোম্পানিকে বিনামূল্যে স্পেস/কো-ওয়ার্কিং স্পেস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। সরকারি এবং বেসরকারি পার্কে ২২,০০০ জনের অধিক প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

০৫। ১১৯ টি আইটি/আইটিইএস প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Company Certification [CMMIL-III ও CMMIL-V (Capability Maturity Model Integration Level), ISO-৯০০১,২৭০০১ ইত্যাদি] প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

০৬। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রতিযোগিতা মোকাবেলায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইওটি, রোবোটিক্স, সাইবার সিকিউরিটিসহ উচ্চপ্রযুক্তির ৩৩টি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ইনোভেশন ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার লক্ষ্যে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২টি শেখ কামাল আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন করা হয়েছে।

০৭। গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য বিশ্বমানের পরিবেশ এবং ভবিষ্যতের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করার লক্ষ্যে মাদারীপুরের শিবচরে "শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রনটিয়ার টেকনোলজি" নামে বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়েছে।

০৮। আইটি ইন্ডাস্ট্রির জনবলের চাহিদা বিবেচনা করে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৩৬,০০০ জনকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আরো ৪৫,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ চলমান রয়েছে।

০৯। বিনিয়োগকারীগণকে দ্রুত ও সর্বোত্তম সেবা নিশ্চিত করতে অতি সহজে, অল্প সময়ে ও কম খরচে সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে মোট ১৪৮টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এর মধ্যে ৪৩টি সেবা অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে।

১০। হাই-টেক পার্কসমূহে বেসরকারি সেক্টর থেকে ৫৭০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠানগুলো ৭,৯৭০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে।

১১। গাজীপুরে ৩৫৫ একর জমিতে গড়ে ওঠা বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি দেশের প্রথম ও সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত হাই-টেক পার্ক। বর্তমানে পার্কটিতে ৮০টি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে জমি/স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। দেশের প্রথম Bio-Tech কোম্পানি হিসেবে চীনভিত্তিক Oryx Bio-Tech Ltd. কে ২৫ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ কোম্পানিটি ২৭০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। ইতোমধ্যে এখানে ৩টি প্রতিষ্ঠান আইওটি ডিভাইস, ২টি প্রতিষ্ঠান অপটিক্যাল ফাইবার, ২টি প্রতিষ্ঠান মোবাইল ফোন তৈরি করছে (যার মধ্যে ১টি প্রতিষ্ঠান নোকিয়া মোবাইল তৈরি করছে) এবং ১টি প্রতিষ্ঠান হুন্দাই গাড়ি অ্যাসেম্বলিং করবে। সম্প্রতি জমি বরাদ্দপ্রাপ্ত জাপানভিত্তিক 'ডাটা তোপান' কোম্পানি আইডি কার্ড, স্মাট কার্ড, ভিসা কার্ড ইত্যাদি তৈরি করতে ৭২০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইটি হাব কোম্পানি ২৭০০ কোটি টাকা এবং ভারত ভিত্তিক ইয়োত্তা ডাটা সেন্টার ১৩৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে।

১২। শেখ হাসিনা সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোরে Bangladesh Data Center and Disaster Recovery Site Ltd. প্রতিষ্ঠান ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে।

১.১৩ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ

প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনার তারিখ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর এ ২৩২ একর জমিতে একটি হাই-টেক পার্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১৭.০৬.১৯৯৯ (বিনিয়োগ বোর্ডের ১২তম সভায়)	গাজীপুরের কালিয়াকৈর ৩৫৫ একর জমিতে 'বঙ্গবন্ধুহাই-টেকসিটি', স্থাপন করা হয়েছে। ৫৪টি হার্ডওয়্যার ও ম্যানুফেকচারিং কোম্পানীকে স্পেস/জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
দেশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে যশোরে একটি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের ঘোষণা দেন।	২৭.১২.২০১০ (যশোর সফরকালে)	যশোর জেলায় ১২.১৩ একর জমির উপর শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক নির্মাণ করা হয়েছে। ৪৮সফটওয়্যা ও বিপিও কোম্পনীকে স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
দেশে সফটওয়্যার শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে কারওয়ানবাজারে অবস্থিত জনতা টাওয়ার কে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে রুপান্তরের ঘোষণা দেন।	৩.০৮.২০১০(ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্ক ফোর্সের ১ম সভা)	ঢাকার কারওয়ান বাজারস্থ 'সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে' ১৪টি আইটি/আইটিইএস কোম্পানী ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
রাজশাহীতে একটি আইটি ভিলেজ স্থাপনের ঘোষণা দেন।	২৪.১১.২০১১ (রাজশাহী জেলার মাদ্রাসা মাঠে বক্তব্য প্রদানের সময়)	রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার নবীনগর মৌজায় ৩০.৬৭ একর জমিতে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী' নামে একটি হাই-টেক পার্ক স্থাপন করা হচ্ছে। এবং শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টারে ১০ কোম্পানীকে স্পেস ভাড়া প্রদান করা হয়েছে।
আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি বিভাগে হাই-টেক পার্ক স্থাপন করতে হবে এবং পরবর্তীতে প্রতিটি জেলায় পর্যায়ক্রমে হাই-টেক পার্ক স্থাপন করতে হবে।	১৫.০৩.২০১৫	বিভাগীয় শহরসহ জেলা/উপজেলা পর্যায়ে হাই-টেক পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবংনির্মান কাজ চলমান আছে।

১.১৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির ছবি:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর এর উদ্বোধন

শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেটর এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, রাজশাহী এর উদ্বোধন

১.১৫ ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তরের দৈনন্দিন দাপ্তরিক প্রায় সকল কার্যক্রম ই-ফাইলিং সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে। চলতি অর্থ বছরে ই-ফাইল বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ৮০ শতাংশ যা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১.১৬ আয়োজিত বিভিন্ন ইভেন্ট

১.১৬.১ ডিজিটাল ডিভাইস এন্ড ইনোবেশন এক্সপো-২০২১:

‘মেক হেয়ার, সেল এভরিহোয়্যার’ স্লোগানে ১ থেকে ৩ এপ্রিল রাজধানী আগারগাঁওয়ের বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে অনুষ্ঠিত হয় তিন দিনের ডিজিটাল ডিভাইস এন্ড ইনোভেশন এক্সপো-২০২১। যৌথভাবে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (বিএইচটিপিএ), আইডিয়া প্রকল্প, এটুআই, স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস)।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, দেশ এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের চূড়ান্ত পর্যায়ে। ডিজিটাল ডিভাইস এন্ড ইনোভেশন এক্সপোর আয়োজন ডিজিটাল ডিভাইস এন্ড ইনোভেশনের কাজে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার চিত্রটি সকলের কাছে তুলে ধরবে। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি।আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি ডিজিটাল ডিভাইস এন্ড ইনোভেশন এক্সপোতে বলেন, করোনা মহামারীর সমাপ্তি দেখতে আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। এই করোনার পাশাপাশি

আবার চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উষালগ্নে দাঁড়িয়ে আছে পুরো বিশ্ব। এমন একটি সময়ে ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম ব্যবহার করে ডিজিটাল ডিভাইস এন্ড ইনোভেশন এক্সপো-২০২১ আয়োজন করে আমরা নিজেদের উদ্দেশ্য জানান দিয়েছি। করোনা মহামারী মোকাবেলায় আমরা যেভাবে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করেছি, ফিজিক্যালি ডিসটেন্সড থেকেও ভার্চ্যুয়ালি কানেক্টেড থেকেছি; তেমনি করোনা পরবর্তী বিশ্বেও আমরা এগিয়ে যেতে চাই তথ্য-প্রযুক্তির শক্তিকে কাজে লাগিয়েই। দেশের গবেষণা কেন্দ্রগুলোতে অ্যাডভান্সড ম্যাটেরিয়ালস, ক্লাউড টেকনোলজি, অটোনোমাস ভেহিকল, সিনথেটিক বায়োলজি, ভার্চ্যুয়াল অগমেন্টেড রিয়েলিটি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবট, ব্লাক চেইন, থ্রিডি প্রিন্টিং ও ইন্টারনেট অব থিংকস বিষয়ে অগ্রাধিকার ভিতিতে গবেষণা পরিচালনা করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়কে সাথে নিয়ে এই ধরণের গবেষণায় প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার পরিকল্পনাও করা হয়েছে। এবারের এক্সপোতে ২১৭টি প্রযুক্তি পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান/ ব্র্যান্ড ভার্চুয়ালি অংশগ্রহন করেছে। এক্সপো উপভোগ করার জন্য DDIExpo 2021 অ্যাপ উন্মুক্ত করা হয়েছিল। অনলাইনে প্রায় ৩৭ লাখ দর্শনার্থী এই এক্সপোর সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। এর মধ্যে ভার্চুয়ালি প্রায় ২ লাখ ৭৬ হাজার দর্শনার্থীর অনলাইনে এক্সপো উপভোগ, প্রায় ৭৮ লাখ ভিডিও ভিউজ এবং অনলাইন এবং অ্যাপে প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ দর্শনার্থীর কাছে এক্সপোর আহ্বান পৌঁছানো হয়েছিল। তিন দিনের এক্সপোতে ১০ টি সেমিনার, চারটি কর্মশালা এবং তিনটি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ২৫০ এরও বেশি আলোচকের বক্তব্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি

ডিজিটাল ডিভাইস এন্ড ইনোভেশন এক্সপো উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি

১.১৭ পুরস্কার ও সম্মাননা:

১.১৭.১ WITSA 2019 আন্তর্জাতিক এওয়ার্ড অর্জন: ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন এবং উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন হাই-টেক পার্ক এর অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ **WITSA GLOBAL ICT EXCELLENCE AWARDS -2019** পুরস্কার অর্জন করে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে এবং ICT সেক্টরের বিকাশে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানজনক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। আর্মেনিয়ার রাজধানী ইয়েরেভান-এ গত অক্টোবর, ২০১৯ এ অনুষ্ঠিত তথ্য প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় সম্মেলন World Congress On Information Technology (WCIT) 2019-তে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষকে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে এবং ICT সেক্টরের বিকাশে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানজনক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

WITSA GLOBAL ICT EXCELLENCE AWARDS -2019

২.০০ বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

২.১ প্রকল্পের পরিচিতি:

নাম	''বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী''	
মেয়াদ	জুলাই,২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি:	
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	জিওবি	৩৩৫৫০.৭৪ লক্ষ টাকা (২য় সংশোধিত)

(ক) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- রাজশাহীতে জ্ঞানভিত্তিক আইটি ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন করা।
- দেশী বিদেশী বিনিয়োগকারীগণকে আকৃষ্টকরণের নিমিত্ত ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- নতুন আইটি উদ্যোক্তাদের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া।
- কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা।

(খ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- প্রকল্প এলাকার অভ্যন্তরে অবস্থিত ৭৪২টি পরিবারকে জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণের সহযোগিতায় অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।
- ২টি বেজমেন্টসহ ১০-তলা বিশিষ্ট **জয় সিলিকন টাওয়ার** (মাল্টি পারপাস ভবন-এমপিবি)-এর ফিনিশিং কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে এবং আনুমানিক ৯৫% কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধু ডিজিটাল মিউজিয়াম স্থাপন কাজের আনুমানিক ৭৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- অডিটোরিয়াম ভবনে সিনেপ্লেক্স ডলিবি ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেমসহ কাজের প্রায় ৭৮% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- স্টার্ট-আপ, প্রশাসনিক অফিস, কনফারেন্স ও অডিটোরিয়াম-এর ইনটেরিয়র ডেকোরেশনসহ সাউন্ড সিস্টেম এবং ফলস্ সিলিং সংক্রান্ত কাজের প্রায় ২০% কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে।
- নেটওয়ার্কিং, সার্ভার মেশিনারি, ইকুইপমেন্টস, বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম-এর আনুমানিক ৭০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- এরিয়া লাইটিং, বাউন্ডারি লাইটিং, হাই-মাস পোল লাইট ও রিটেইনিং-ওয়াল লাইট কাজের প্রায় ৫৫% সম্পন্ন হয়েছে।
- মসজিদ, ওয়াক-ওয়ে, সিকিউরিটি পোস্ট, ইনকিউবেশন সেন্টারে পানি সরবরাহ কাজের প্রায় ৪০% সম্পন্ন হয়েছে।
- বাউন্ডারি-ওয়াল (ভূমি অধিগ্রহণ অংশে) গার্ড ব্যারাকের ২য় তলা, একটি প্রবেশ গেটসহ কন্ট্রোলরুম, সীমানা প্রাচীরে স্লোপ এরোসন ব্লক প্রোটেকশন প্যাকেজের প্রায় ৪০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- জয় সিলিকন টাওয়ারে উদ্যোক্তা ফ্লোরের বিভাজন অনুযায়ী HVAC System Extension-এর চলমান রয়েছে।
- ০৪ (চার) টি প্যাসেঞ্জার লিফট (Lift) স্থাপন সংক্রান্ত কাজের ৮৮% সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রকল্পের ১০ এমভিএ, ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন নির্মাণ, মেশিনারি স্থাপন ও বৈদ্যুতিক সংযোগ সম্পন্ন হয়েছ।
- ২৫০০ কেভিএ, ১১/০.৪১৫ কেভি সাবস্টেশন নির্মাণ ও স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আওতায় ১৪ লটের মাধ্যমে ২৮টি বিষয়ে প্রায় ১৩০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ১০টি বিষয়ে প্রায় ৫৬৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জয় সিলিকন টাওয়ার এবং মাল্টি-পারপাস অডিটোরিয়াম কাম সিনেপ্লেক্স ভবন

প্রকল্পের মাস্টারপ্ল্যান (ত্রিমাত্রিক)

জয় সিলিকন টাওয়ার (মাল্টি পারপাস ভবন-এমপিবি)

জয় সিলিকন টাওয়ার (মাল্টি পারপাস ভবন-এমপিবি)

জয় সিলিকন টাওয়ারে ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন, এসি, গ্লাস ফিটিং

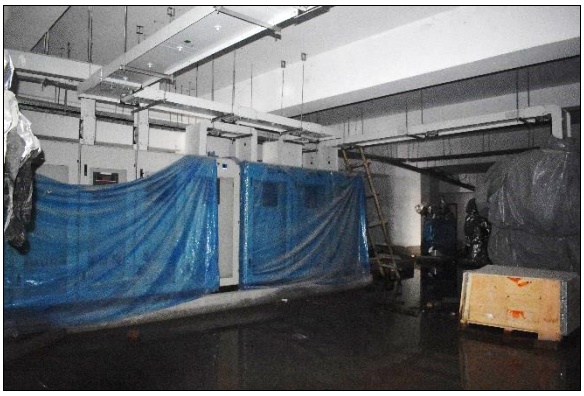

২৫০০ কেভিএ, ১১/০.৪১৫ কেভি সাব-স্টেশন

অভ্যন্তরীণ রাস্তা, স্যুয়ারেজ ড্রেন, কমন ইউটিলিটি-ডাক্ট

প্রবেশ গেট

১০ এমভিএ, ৩৩/১১ কেভি গ্রিড সাব-স্টেশন

প্রকল্প এলাকায় বৃক্ষরোপণ

২.২ প্রকল্প পরিচিতি:

নাম	'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট, এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প।
মেয়াদ	০১-০১-২০১৬ হতে ৩১-১২-২০২২ইং
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস জিওবিঃ ৩৩৬৪২.৪৯ লক্ষ টাকা ।

(ক) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- হাই-টেক পার্ক/ইলেকট্রনিক্স সিটির সহায়ক প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ;
- বিশ্বমানের বিনিয়োগ পরিবেশ এবং সুযোগ সুবিধাদি সৃষ্টির মাধ্যমে দেশি-বিদেশি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের আইটি/আইটিএস প্রতিষ্ঠান এবং ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানকে পার্কে আকৃষ্টকরণ;
- আইসিটি পেশাজীবীদের জন্য চাকুরীর ক্ষেত্র তৈরী করা
- ডিজিটাল বাংলাদেশ-ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ।
- দক্ষ জনবল তৈরি করা পঞ্চাশ হাজার (৫০,০০০) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;

(খ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- সাইট উন্নয়ন কাজ (বালু দ্বারা) ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে।
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ কাজ (মাটি দ্বারা) ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ইন্টারনাল লেক কাম ওয়াটার রিটেশন পন্ড নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে।
- টো-ওয়াল নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।
- আইটি বিজনেস সেন্টার (প্রশাসনিক ভবন) নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে।
- আর.সি.সি ব্রিজ নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে।
- অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে।
- গেইট হাউজ নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ৩৩/১১ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ডিপ টিউবওয়েল, পানি সরবরাহ সিস্টেম ও পানির পাম্প নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।
- ইউটিলিটি ভবন নির্মাণ নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে।
- বৈদ্যুতিক সংযোগ সিলেট থেকে প্রকল্প এলাকা (৩০ কি.মি.) নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে।
- সূয়্যারেজ সিস্টেম নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ফেন্স অ্যারাউন্ড দা এডমিন বিল্ডিং নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধু স্মৃতি অঙ্গন নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে।
- আনসার ব্যারাক নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ড্রেনেজ সিস্টেম (পাইপ ও পিট) নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ইরোশন কন্ট্রোল ব্লক নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে।
- সার্ভিস ডাক্ট নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে।
- গ্যাস সংযোগ স্থাপন (৩০ কি.মি.) ৯৫% নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- স্টার্ট-আপ কাম এডমিন বিল্ডিং ৯৫ % কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- পানি সরবরাহ লাইন নির্মাণ কাজ ৯৫% সম্পন্ন করা হয়েছে।
- বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ ৯০% সম্পন্ন করা হয়েছে।
- প্রধান রাস্তা (১৫ মিটার প্রস্থ এবং ১৬৫০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৯ মিটার প্রস্থ এবং ১০৮০ মিটার দৈর্ঘ্য) নির্মাণ কাজ ৯০% সম্পন্ন করা হয়েছে।
- কালভার্ট কাম স্লুইচ গেইট নির্মাণ কাজ ৬০% সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ঘাট কাম স্লোপ প্রোটেকশন (প্রস্থ ১৫.১৬ মি.) নির্মাণ কাজ ৩০% সম্পন্ন করা হয়েছে।
- প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি: ৯১.৫০% এবং বাস্তব অগ্রগতি: ৯৩%।

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>বঙ্গবন্ধু স্মৃতি অঙ্গন</td><td>বঙ্গবন্ধু স্মৃতি অঙ্গন</td></tr>
<tr><td> </td><td>
</td></tr>
<tr><td>আইটি বিজনেস সেন্টার (প্রশাসনিক ভবন)</td><td>গেইট</td></tr>
</table>

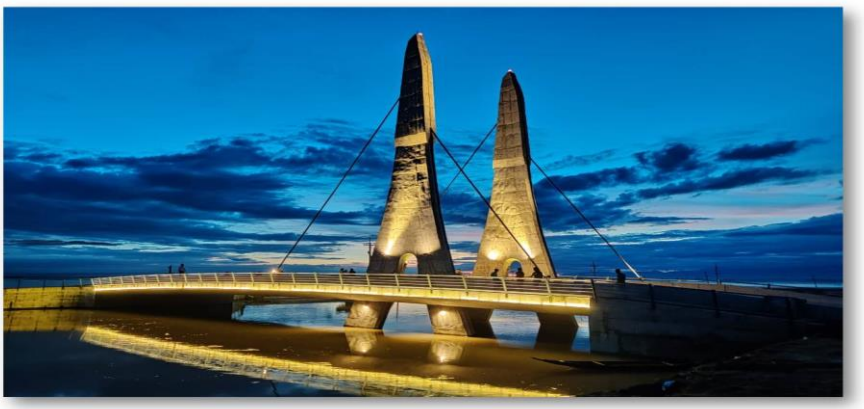

ব্রিজ

ভুমি উন্নয়ন

সাব-স্টেশন ভবন

গ্যাস সংযোগ

আনসার ব্যারাক

ডিপ-টিউবওয়েল

ইউটিলিটি ভবন

২.৩ প্রকল্পের পরিচিতি:

নাম	"শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (২য় সংশোধিত)" প্রকল্প।
মেয়াদ	জানুয়ারি ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২৩
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস: পরিমান জিওবি: ৫৩৩.৫৪ (কোটি টাকা)

(ক) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আইটিতে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়তা করা।
- একাডেমিয়া এবং আইটি ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সেতুবন্ধন প্রতিষ্ঠা করা।
- আইটি/আইটিইএস সম্পর্কিত খাতে বাংলাদেশের যুব সমাজের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

(খ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- অবকাঠামোগত অগ্রগতি: বরিশাল, মাগুরা, সিলেট, কুমিল্লা, নেত্রকোণা ও নাটোর জেলার ৬ তলার অবকাঠামোগত কাজ সম্পন্ন হয়েছে, বর্তমানে ফিনিশিং এর কাজ চলমান। রংপুর জেলার ৫ম তলার ঢালায় এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে ও চট্টগ্রাম জেলার ৩য় তলার ঢালায় এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
  - প্রশিক্ষণ বিষয়ে অগ্রগতি: ১৬০০০ জনের মধ্যে ইতোমধ্যে ১০৬০০ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি ৫৪০০ জনের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইওআই মূল্যায়নের কাজ চলমান আছে।

বরিশালে নির্মিতব্য ভবন

মাগুরায় নির্মিতব্য ভবন

সিলেটে নির্মিতব্য ভবন

কুমিল্লায় নির্মিতব্য ভবন

নাটোরে নির্মিতব্য ভবন

নেত্রকোনায় নির্মিতব্য ভবন

রংপুরে নির্মিতব্য ভবন

চট্রগ্রামে নির্মিতব্য ভবন

২.৪ প্রকল্পের পরিচিতি:

নাম	জেলা পর্যায়ে আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন (১২টি জেলায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	
মেয়াদ	০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২৪ খ্রি:	
প্রাক্কলিত ব্যয়	**আর্থিক উৎস**	**পরিমাণ**
	জিওবি	৩০২০৯.০০ লাখ টাকা
	প্রকল্প সাহায্য	১৫৪৪০০.০৭ লাখ টাকা
	মোট	**১৮৪৬০৯.০০ লাখ টাকা (১ম সংশোধিত)**

(ক) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আইটি পার্কের অবকাঠামো স্থাপন।
- মানব সম্পদ উন্নয়ন।
- আইটি শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে স্থানীয় ও বৈদেশিক কোম্পানীকে আকৃষ্টকরন আইটি/আইটিইএস/বিপিও/কেপিও এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
- প্রকল্পের আওতায় আইটি/আইটিইএস বিষয়ে তরুন-তরুনীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

(খ) প্রকল্পের মূল কম্পোনেন্ট

- WD-A-এ (রংপুর, নাটোর, ময়মনসিংহ, জামালপুর), WD-B-এ (খুলনা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, ঢাকা, কেরানীগঞ্জ) সহ ৮ টি জেলায় ৭ তলা এবং WD-C -এ কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার (রামু) সিলেট (কোম্পানীগঞ্জ) ৪ টি জেলায় ৫ তলা বিশিষ্ট মাল্টিটেনেন্ট ভবন নির্মাণ (স্টিল স্ট্রাকচার);
- ৬ টি জেলায় সিনেপ্লেক্স (নাটোর, রংপুর, ঢাকা, গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা)।
- ৩ টি জেলায় ডরমেটরি (নাটোর, রংপুর, কক্সবাজার) নির্মাণ করা হবে।
- প্রতিটি পার্কে ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল কাজ।

(গ) প্রকল্পের অগ্রগতি

- গত ০৭/০২/২০২১ খ্রি: তারিখে প্যাকেজ নং: WD-A-এ (রংপুর, নাটোর, ময়মনসিংহ, জামালপুর) ও ১৪/০২/২০২১ খ্রি: তারিখে প্যাকেজ নং: WD-B-এ (খুলনা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, ঢাকা, কেরানীগঞ্জ) এর পুনঃদরপত্র আহবান করা হয় এবং ১২/০৪/২০২১ খ্রি: তারিখে WD-C -এ কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার (রামু) সিলেট (কোম্পানীগঞ্জ) এর পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়। এবং ১১ বার সময় বৃদ্ধিপূর্বক ২১/১০/২০২১ খ্রি. তারিখে দরপত্র জমা নেয়া হয়। WD-A, WD-B এবং WD-C এর দরপত্রের কারিগরি মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং Exim Bank of India হতে কারিগরি মুল্যায়ন অনুমোদিত হয়েছে। প্যাকেজ নং: WD-A ও WD-B-এর প্যাকেজের ০২/০২/২০২২ খ্রি: তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং WD-A ও WD-B কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
- ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলায় ১২/০৪/২০২২ খ্রি: তারিখে আইটি/হাই-টেক পার্ক, ঢাকা এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।
- রংপুর সদর উপজেলাধীন খলিশাকুড়ি মৌজায় ২৬/০৫/২০২২ খ্রি: তারিখে ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া হাই-টেক পার্ক, রংপুর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।
- ময়মনসিংহ সদর উপজেলাধীন কিসমত মৌজায় ২২/০৬/২০২২ খ্রি: তারিখে আইটি/হাই-টেক পার্ক, ময়মনসিংহ এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।
- জামালপুর সদর উপজেলাধীন মুকুন্দবাড়ী মৌজায় ০২/০৭/২০২২ খ্রি: তারিখে আইটি/হাই-টেক পার্ক, জামালপুর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।
- খুলনা সদর উপজেলাধীন টুটপাড়া মৌজায় ১৪/০৬/২০২২ খ্রি: তারিখে আইটি/হাই-টেক পার্ক, খুলনা এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।
- বরিশাল সদর উপজেলাধীন ইছাকাঠী ও কাশিপুর-চহতপুর মৌজায় ১৬/০৬/২০২২ খ্রি: তারিখে আইটি/হাই-টেক পার্ক, বরিশাল এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।
- কক্সবাজার জেলায় রামু উপজেলাধীন দক্ষিণ মিঠাছড়ি মৌজা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ১৬/০৭/২০২২ খ্রি: তারিখে আইটি/হাই-টেক পার্ক, কক্সবাজার এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।
- নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলায় আগামী ২৪/০৭/২০২২ খ্রি: তারিখে আইটি/হাই-টেক পার্ক, নাটোর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে।
- ৩ তলা বিশিষ্ট ডরমিটরি ভবন (আরসিসি স্ট্রাকচার)- নাটোর এবং রংপুর ও সিনেপ্লেক্স ভবন নির্মাণ- নাটোর, রংপুর, ও ঢাকা কেরানীগঞ্জ এর নির্মাণের জন্য ই-জিপিতে আহবানকৃত দরপত্রসমূহের মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

কক্সবাজার জেলায় ১৬/০৭/২০২২ ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ।

খুলনা জেলায় ১৪/০৭/২০২২ ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।

জামালপুর জেলায় ০২/০৭/২০২২ ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।

ঢাকা জেলায় ১২/০৪/২০২২ ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

নাটোর জেলায় ২৪/০৭/২০২২ ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

বরিশাল জেলায় ১৬/০৬/২০২২ ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ।

ময়মনসিংহ জেলায় ২২/০৬/২০২২ ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ।

রংপুর জেলায় ২৬/০৫/২০২২ ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ।

২.৫ প্রকল্পের পরিচিতি:

নাম	**শেখ কামাল আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর, চুয়েট**	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত (সমাপ্ত)	
প্রাক্কলিত ব্যয়	**আর্থিক উৎস**	**পরিমাণ**
	জিওবি	১১৭০৯.০০ কোটি টাকা
	এ প্রকল্পটি জুন/২০২২ সালে সমাপ্ত হয়েছে।	

(ক) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা প্রদান;
- বিশ্ববিদ্যালয় এবং আইটি শিল্প এর মধ্যে কার্যকর সংযোগ স্থাপন করা;
- বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ এবং শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমে সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং
- ভৌত অবকাঠামো ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি তৈরি করা।

(খ) প্রকল্পের মূল কম্পোনেন্ট

- ১০ তলা ইনকিউবেশান ভবন (৫০ হাজার বর্গফুট)
- ৬ তলা মালটি পারপাস ভবন (৩৫ হাজার বর্গফুট)
- ৪ তলা মেইল ডরমিটরি ভবন (২০ হাজার বর্গ ফুট)
- ৪ তলা ফিমেইল ডরমিটরি ভবন (২০ হাজার বর্গ ফুট)

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- পুরো প্রকল্পের কাজ ১০০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬/০৭/২০২২ “শেখ কামাল আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর, চুয়েট উদ্বোধন করেন।

“শেখ কামাল আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর, চুয়েট

২.৬ প্রকল্পের পরিচিতি:

নাম	"বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি-২ এর সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" প্রকল্প।
মেয়াদ	জুলাই ২০১৯ -ডিসেম্বর ২০২৩
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস: পরিমান জিওবি: ৩৮৪.৯৩ (কোটি টাকা)

(ক) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- কালিয়াকৈরস্থ বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি-২ এর জমিতে হাই-টেক শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে সহায়ক প্রাথমিক অবকাঠামো যেমন অভ্যন্তরীণ রাস্তা,ভূমি উন্নয়ন, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট এবং গ্যাস সংযোগ ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণ।
- দেশী/ বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করা।
- কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

(খ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- ভূমি উন্নয়ন কাজের বর্তমান অগ্রগতি ৯৯%।
- সেবা ভবন নির্মাণ কাজের বর্তমান অগ্রগতি ৭০%।
- ৩৩/১১ কেভিএ সাব-ষ্টেশন-২ নির্মাণের কাজের বর্তমান অগ্রগতি ৯৯%।
- অভ্যন্তরীন ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও ওয়াকওয়ে এবং ইউটিলিটি ডাক্ট নির্মাণ কাজের বর্তমান অগ্রগতি প্রায় ৯৯%।
- রেল লাইনের দুই পার্শ্বে বাউন্ডারি ও প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ অগ্রগতি ১০০%।
- অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ কাজের বর্তমান অগ্রগতি-৪৫%।
- ব্লক ১ হতে ব্লক ৫ পর্যন্ত HT cable স্থাপন ১০০%।
- ১০ তলা বিশিষ্ট ডরমেটরি ভবন নির্মাণ কাজের বর্তমান ২০%।
- ৭০ মিটার ব্রিজ নির্মাণ কাজের বর্তমান অগ্রগতি ৪৫%।
- ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণ কাজের বর্তমান অগ্রগতি ২০%।
- ৩ তলা বিশিষ্ট আনসার ব্যারাক নির্মাণ কাজের বর্তমান অগ্রগতি ২৫%।
- ইন্টেরিয়র ডিজাইন এন্ড ডেকোরেশন অফ কনফারেন্স রুম কাজের বর্তমান অগ্রগতি ৯৯%।
- লেক উন্নয়ন (৯৭ একর) কাজের বর্তমান অগ্রগতি ৪০%।
- গেইট হাউজ নির্মাণ কাজের বর্তমান অগ্রগতি ২৫%।
- সাব-স্টেশন-৩ কাজের বর্তমান অগ্রগতি ১০%
- লেক উন্নয়ন (ব্লক-২,৩,৪ এবং ৪-এ কাজের বর্তমান অগ্রগতি ৪৫%।

প্রকল্পের ভুমি উন্নয়ন

অভ্যন্তরীন রাস্তা নির্মাণ

অভ্যন্তরীন ড্রেনেজ ব্যবস্থা

সেবা ভবন নির্মাণ

৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন নির্মাণ

রেল লাইনের দুই পার্শ্বে বাউন্ডারি ও প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ

ডরমেটরি ভবন নির্মাণের চলমান কাজ সমূহ

৭০ মিটার প্রি-স্ট্রেজড ব্রিজ নির্মাণ

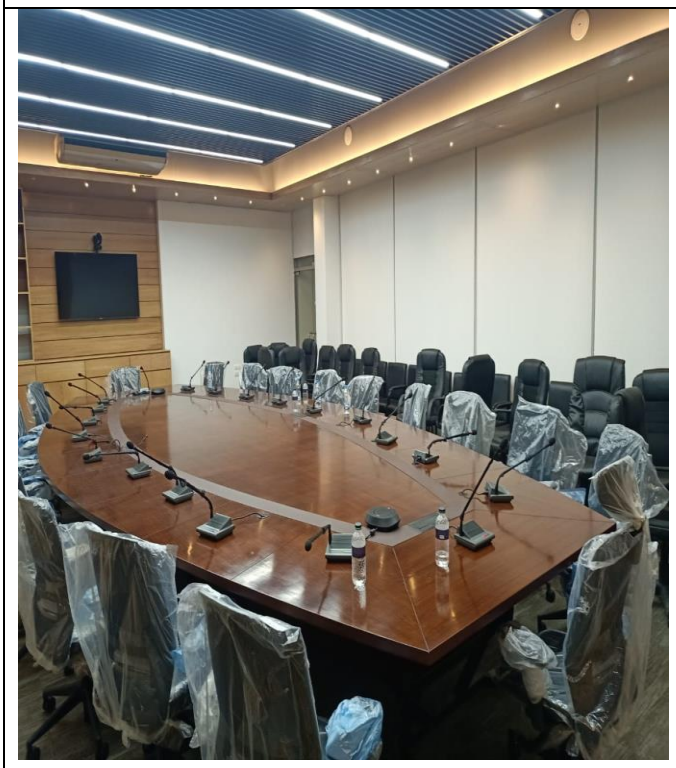

ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ	৩ তলা বিশিষ্ট আনসার ব্যারাক নির্মাণ
ইন্টেরিয়র ডিজাইন এন্ড ডেকোরেশন অফ কনফারেন্স রুম	লেক উন্নয়ন (৯৭ একর)।

গেইট হাউজ নির্মাণ

সাব-স্টেশন-৩

লেক উন্নয়ন (ব্লক-২,৩,৪ এবং ৪-এ)

২.৭ প্রকল্পের পরিচিতি:

নাম	**“শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১১টি)” শীর্ষক প্রকল্প**	
মেয়াদ	জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত	
প্রাক্কলিত ব্যয়	**আর্থিক উৎস**	**পরিমাণ**
	জিওবি	৭৯৮.৯১৪৭ কোটি টাকা

(ক) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ন্যূনতম এস.এস.সি/সমমান পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আইটিতে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়তা করা;
- স্টার্ট-আপদের সহায়তা প্রদান;
- আইটি/আইটি সেক্টরে যুব সমাজের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

(খ) প্রকল্পের মূল কম্পোনেন্ট

- ১০ (দশ) তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ইনকিউবেশন ভবন নির্মাণ- ১টি ৮০,০০০ বর্গফুট (প্রতি ফ্লোর ৮০০০ বর্গফুট)
- ৬ (ছয়) তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ইনকিউবেশন ভবন নির্মাণ- ৮টি, প্রতিটি ৪৮,০০০ বর্গফুট (প্রতি ফ্লোর ৮০০০ বর্গফুট)
- ৪ (চার) তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ইনকিউবেশন ভবন নির্মাণ- ১টি, ২৪,০০০ বর্গফুট (প্রতি ফ্লোর ৬০০০ বর্গফুট)
- ৩ (তিন) তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ইনকিউবেশন ভবন নির্মাণ- ১টি ৪৮,০০০ বর্গফুট (প্রতি ফ্লোর ১৬০০০ বর্গফুট)
- মোটঃ ৫৩৬০০০ বর্গফুট।
- অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ-৪৮৯৫৪.৫৪ বর্গমিটার;
- নলকূপ স্থাপনসহ অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীন ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও ওয়াকওয়ে এবং ইউটিলিটি ডাক্ট, সীমানা প্রাচীর (১০১৮০.৩৭ মিঃ), গেইট হাউজ নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ, ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন, প্লান্টেশন, ল্যান্ড স্কেপিং ইত্যাদি।

শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেটার এর স্কিমেটিক

কিশোরগঞ্জ জেলায় ৩০/০৩/২০২২ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ভিত্তিপ্রস্তর

শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেটার এর স্কিমেটিক ডিজাইন।

সিরাজগঞ্জ জেলায় ২১/০৪/২০২২ তারিখে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

নারায়ণগঞ্জ জেলায় ২৪/০৪/২০২২ তারিখে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর ১২/০২/২০২২ তারিখে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

দিনাজপুর জেলায় ৩১/০৫/২০২২ তারিখে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

মেহেরপুর জেলায় ০১/১১/২০২১ তারিখে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

বান্দরবান জেলায় ০৫/০৩/২০২২ তারিখে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেটার এর স্কিমেটিক ডিজাইন।

২.৮ প্রকল্পের পরিচিতি:

নাম	বাংলাদেশ ভারত ডিজিটাল পরিষেবা ও কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ (বিডিসেট) কেন্দ্র শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প
মেয়াদ	জানুয়ারী, ২০২১ থেকে ডিসেম্বর, ২০২৩
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস: পরিমান জিওবি: ৩৬০২.৫৯ লক্ষ টাকা ভারতীয় অনুদান: ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা। মোট: ৬১০২.৫৯ লক্ষ টাকা

(ক) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- বাংলাদেশ হাই-টেক পার্কের বিদ্যমান অবকাঠামোতে বাংলাদেশ-ভারত ডিজিটাল সেবা ও কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ (বিডিসেট) কেন্দ্র স্থাপন;
- তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ইমার্জিং টুলস এন্ড টেকনোলজি সম্পর্কিত বিষয়ে বাংলাদেশী ৩০ জন স্নাতকের ভারতে ০৬ মাসের ToT প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা;
- তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ইমার্জিং টুলস এন্ড টেকনোলজি সম্পর্কিত বিষয়ে বাংলাদেশে ২৪০০ জনের প্রফেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান;
- আইটি / আইটিইএস সেক্টরে উদ্যোক্তা তৈরি করা।

(খ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- **ডেকোরেশন এবং গ্লাস পার্টিশন সংক্রান্ত কাজঃ** জুলাই মাসের মধ্যেই ৬ টি ল্যাবের ডেকোরেশন এবং গ্লাস পার্টিশনের কাজ শেষ হবে।
- **Supply, Installation and commissioning of ICT Equipment and related items at 06 Center related works**: ১৬ মার্চ, ২০২২ খ্রিঃ তারিখে Broadcast Engineering Consultant India Ltd. প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। আগস্ট, ২০২২ এর মধ্যে সকল Equipment সরবরাহ করা হবে।
- **Training of Trainers (ToT) for 30 nos. person in India for 6 months with 1-month internship Related works**: গত ১৯/০৬/২০২২ খ্রিঃ তারিখে ToT প্রশিক্ষণে বাংলাদেশী ৩০ জনকে ভারতে প্রেরণ করা হয়েছে।
- **ফার্নিচার সংক্রান্ত কাজঃ** আগস্ট, ২০২২ এর মধ্যে সকল ফার্নিচার সরবরাহ করা হবে।
- **স্থানীয় প্রশিক্ষণঃ** Local Training এর জন্য খসড়া সিলেবাস প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা সংযোজন-বিয়োজন বা পরিমার্জনের জন্য আইটি স্টেকহোল্ডারদের প্রেরণ করা হয়েছে। সংযোজন-বিয়োজন বা পরিমার্জনের পর সিলেবাস চুড়ান্ত পূর্বক টেন্ডার আহবান করা হবে।

২.৯ প্রকল্পের পরিচিতি:

নাম	ডিজিটাল উদ্যোক্তা এবংউদ্ভাবন ইকো-সিস্টেম উন্নয়ন প্রকল্প	
মেয়াদ	০১/০১/২০২১ হতে ৩১/১২/২০২৫ খ্রি:	
প্রাক্কলিতব্যয়	**আর্থিক উৎস**	**পরিমাণ**
	জিওবি	৯৮.০৬ কোটি টাকা
	প্রকল্প সাহায্য	২৫৫ কোটি টাকা
	মোট	**৩৫৩.০৬ কোটি টাকা**

(ক) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ঢাকার কাওরান বাজারে ৪৫/এ- ৪৫/সি প্লটে ভিশন-২০২১ টাওয়ার-২ সফটওয়্যার টেকনলোজি পার্ক নামক একটি পরিবেশ বান্ধব টেকসই অবকাঠামো সহ একটি সফটওয়্যার পার্ক নির্মাণ।
- স্টার্ট-আপ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মার্কেটে প্রবেশের হার বৃদ্ধিকরণ ।
- উদ্যোক্তাদের জন্য মেন্টরিং ও এক্সিলারেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে স্টার্ট–আপ এবং স্কেল-আপ ফ্যাসিলিটি তৈরি করা।
- বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরী ইনোভেশন হাবে ইনোভেশন সম্পর্কিত কার্যক্রমের মাধ্যমে উদ্ভাবনী রিবেশ উন্নয়ন এবং কার্যকর ইকোসিস্টেম তৈরী।
- স্টার্ট-আপ, গবেষক, ছাত্র এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের জন্য কমন ফ্যাসিলিটিস তৈরী করা।

(খ) প্রকল্পের মূল কম্পোনেন্ট

- ভিশন-২০২১ টাওয়ার-২ সফটওয়্যার টেকনলোজি পার্ক নির্মাণ এবং বিদ্যমান ভিশন-২০২১ টাওয়ার-১ সফটওয়্যার টেকনলোজি পার্ক সংস্কার কাজ।
- ৭ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনোভেশন হাব প্রতিষ্ঠা।
- কমন ফ্যাসিলিটি হিসেবে ৪ টি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন।
- সকল সফটওয়্যার টেকনলোজি পার্কে নির্বাচিত স্টার্ট–আপদের জন্য মেন্টরিং ও এক্সিলারেশন কার্যক্রম।
- ওয়ার্কফোর্স প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম।

(গ) প্রকল্পের অগ্রগতি

- গ্রিন বিল্ডিং হিসাবে ভিশন-২০২১ টাওয়ার-২ সফটওয়্যার টেকনলোজি পার্ক প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যমান ভিশন-২০২১ টাওয়ার-১ সফটওয়্যার টেকনলোজি পার্কের সংস্কারের জন্য পরামর্শক ফার্ম নিয়োগ করা হয়েছে। পরামর্শক ফার্ম ভিশন-২০২১ টাওয়ার-২ এর স্থাপত্য নকশা ও স্ট্রাকচারাল নকশা প্রস্তুত করেছে। নকশা ভেটিং এর কাজ চলমান।
- ভিশন-২০২১ টাওয়ার-২ সফটওয়্যার টেকনলোজি পার্ক পরিচালনার জন্য PPP মডেলে অপারেটর নিয়োগের নিমিত্ত Transaction Advisory Firm নিয়গ করা হয়েছে। ফার্মের কাজ চলমান রয়েছে।
- ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনোভেশন হাব প্রতিষ্ঠার জন্য ইন্টেরিওর কাজের নিমিত্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে এবং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান তাদের কাজ আরম্ভ করেছে। আরও ২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের BOQ এবং Tender document প্রস্তুত করা হচ্ছে।
- University Innovation Hub Management কার্যক্রমের জন্য পরামর্শক Firm নিয়োগের নিমিত্ত আহব্বানকৃত EOI এর মুল্যায়ন কাজ চলমান।
- Program Content Production কার্যক্রমের জন্য পরামর্শক Firm নিয়োগ করা হয়েছে। ফার্মের কাজ চলমান রয়েছে।
- সকলসফটওয়্যার টেকনলোজি পার্কে নির্বাচিত স্টার্ট–আপদের জন্য মেন্টরিং ও এক্সিলারেশন কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত পরামর্শক ফার্ম নিয়োগের RFP World Bank কে NoL এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
- ওয়ার্কফোর্স প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু করার নিমিত্ত প্রশিক্ষন প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা হয়েছে, তদানুসারে TOR প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।
- ওয়ার্কফোর্স প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায়, হাই-টেক পার্কে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান সমুহের মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য Training Management Firm নিয়োগের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে। শীঘ্রই প্রশিক্ষণের কাজ শুরু হবে।

২.১০ প্রকল্পের পরিচিতি

নাম	**"দেশের ৩২ টি জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা যাচাই (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প**	
মেয়াদ	জানুয়ারি ২০২১ খ্রি. - জুন ২০২২ খ্রি. (সমাপ্ত)	
প্রাক্কলিত ব্যয়	**আর্থিক উৎস**	**পরিমাণ**
	জিওবি	মোট : ৪১৬.৫৩ লাখ **টাকা** **(মূল অনুমোদিত ৪৮৯.৩৫ লাখ টাকা)** (২০২১-২২ আরএডিপি বরাদ্দ ৩৮১.০০ লাখ টাকা)
	এ প্রকল্পটি জুন/২০২২ সালে সমাপ্ত হয়েছে।	

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ৩২ জেলায় প্রাপ্ত জমি সরেজমিনে জরিপ এবং এ বিষয়ে বিশদ সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রকল্পের উপযোগিতা নির্ধারণ;
- প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাস্টারপ্ল্যানসহ ডিটেইল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং, ডিজাইন, স্পেসিফিকেশন এবং বিওকিউ প্রস্তুতকরণে সহায়তা প্রদান;
- খসড়া ডিপিপি প্রস্তুতকরণে সহায়তা প্রদান।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

(i) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- দেশের ৩২ টি জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ।

(ii) বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- SHELTECH (Pvt.) Ltd. - SHELTECH Consultants (Pvt.) Ltd. JV, 60, Sheikh Russel Square, West Panthapath, Dhaka-1205 নামীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে ০৭/০৯/২০২১ তারিখে ৩,২৬,৬৬,৫৩৪/- টাকা চুক্তিমূল্যে ০৮ (আট) মাসের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- **০৯/১২/২০২১ তারিখে** ইনসেপশন রিপোর্ট ও ড্রাফট মাস্টার প্ল্যান এর উপর ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।
- ড্রাফট ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট এর উপর ০৬/০৩/২০২২ তারিখে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।
- ২২ (বাইশ) টি সাইটের ফাইনাল ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্টের উপর ২৬/০৩/২০২২ তারিখে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।
- ১২ (বারো) টি সাইটে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার এবং ২ (দুই) টি সাইটে হাই-টেক পার্ক স্থাপনের ড্রাফট ফাইনাল ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্টের উপর ৩০/০৫/২০২২ তারিখে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।
- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সাইটসমূহের ফাইনাল ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট প্রকল্প অফিসে দাখিল করা হয়েছে।